ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

سورة النمل (সূরা আন নামল)

প্রশ্ন: ৫০ | আয়াত নং ১ - ৬:

طس - تلك ايت القران وكتاب مبين - هدى وبشرى للمؤمنين - الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم يوقنون - ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون - اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم فى الاخرة هم الاخسرون - وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم -

প্রশ্ন: ৫১ | আয়াত নং ৭ - ৯:

اذ قال موسى لاهله انى انست نارا - ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون - فلما جاءها نودى ان بورك من فى النار ومن حولها - وسبحن الله رب العلمين - يموسى انه انا الله العزيز الحكيم -

প্রশ্ন: ৫২ | আয়াত নং ৯ - ১৪:

يموسى انه انا الله العزيز الحكيم - والق عصاك - فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب - يموسى لا تخف - انى لايخاف لدى المرسلون - الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانى غفور رحيم - وادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء - فى تسع ايت الى فرعون وقومه - انهم كانوا قوما فسقين - فلما جاءتهم ايتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين - وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا - فانظر كيف كان عاقبة المفسدين -

প্রশ্ন: ৫৩ | আয়াত নং ১৫ - ১৮:

ولقد اتينا داود وسليمن علما - وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين - وورث سليمن داود وقال يايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شىء - ان هذا لهو الفضل المبين - وحشر لسليمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون - حتى اذا اتوا على واد النمل -

قالت نملة يايها النمل ادخلوا مسكنكم لا يحطمنكم سليمن وجنوده - وهم لا يشعرون -

প্রশ্ন: ৫৪ | আয়াত নং ২৮ - ৩৪:

اذهب بكتبى هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون - قالت يايها الملؤا انى القى الى كتب كريم - انه من سليمن وانه بسم الله الرحمن الرحيم - الا تعلوا على وأتونى مسلمين - قالت يايها الملؤا افتونى فى امرى - ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون - قالوا نحن اولوا قوة واولوا باس شديد - والامر اليك فانظرى ماذا تأمرين - قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة - وكذلك يفعلون -

প্রশ্ন: ৫৫ | আয়াত নং ৪৫ - ৫০:

ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صلحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقن يختصمون - قال يقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة - لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون - قالوا اطيرنا بك وبمن معك - قال طئركم عند الله بل انتم قوم تفتنون - وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون - قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصدقون - ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون -

প্রশ্ন: ৫৬ | আয়াত নং ৮৯ - ৯৩:

من جاء بالحسنة فله خير منها - وهم من فزع يومئذ امنون - ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار - هل تجزون الا ما كنتم تعملون - انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء - وامرت ان اكون من المسلمين - وان اتلوا القران - فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه - ومن ضل فقل انما انا من المنذرين - وقل الحمد لله سيريكم ايته فتعرفونها - وما ربك بغافل عما تعملون -

প্রশ্ন-৫০ | আয়াত নং ১ - ৬
(طس تلك ايت القران... থেকে ...لدن حكيم عليم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আন নামল মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরার প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা, মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কুরআন যে এক মহাপ্রজ্ঞাময় সত্তার পক্ষ থেকে আগত, তা এখানে সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

ত্বা-সীন। এগুলো কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (যা) মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। নিশ্চয়ই যারা আখেরাতে ঈমান আনে না, আমি তাদের জন্য তাদের আমলগুলোকে শোভন করে দিয়েছি, ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখেরাতে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। আর (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনাকে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তার নিকট থেকে কুরআন দেওয়া হচ্ছে।

৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):

- **কিতাবুম মুবিন:** কুরআনকে 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে কারণ এটি হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা এবং হেদায়েতের পথকে স্পষ্ট করে দেয়।
- **মুমিনদের গুণাবলি:** কুরআনের হেদায়েত কেবল তাদের জন্যই কার্যকর যারা সালাত, যাকাত আদায় করে এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন) রাখে।
- **পাপের চাকচিক্য:** যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না, আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদের মন্দ কাজগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে দেন। ফলে তারা পাপকেই ভালো মনে করে এবং বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। একে 'ইস্তিদরাজ' বলা হয়।

৪. সারসংক্ষেপ:

কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত ও সুসংবাদ, কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবার্তা। পাপ কাজকে সুন্দর মনে করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার শাস্তি ও বিভ্রান্তি।

প্রশ্ন-৫১ | আয়াত নং ৭ - ৯

(اذ قال موسى لاهله... থেকে ...انه انا الله العزيز الحكيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলোতে হযরত মুসা (আ.)-এর নবুওয়াত লাভের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যখন তিনি সিনাই পর্বতের পাদদেশে আগুন দেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

২. অনুবাদ:

স্মরণ করুন, যখন মুসা তার পরিবারকে বলেছিল, "আমি আগুন দেখেছি; শীঘ্রই আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর নিয়ে আসব অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।" অতঃপর যখন সে আগুনের কাছে আসল, তখন আওয়াজ দেওয়া হলো, "বরকতময় তিনি, যিনি এই আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা এর চারপাশে আছে। আর সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

৩. তাফসীর:

- **আগুনের সন্ধানে:** মুসা (আ.) মাদিয়ান থেকে মিশরে ফেরার পথে রাতে পথ হারিয়ে ফেলেন। প্রচণ্ড শীতে তিনি দূরে আগুন দেখে পরিবারকে রেখে সেদিকে যান। উদ্দেশ্য ছিল পথ চিনে নেওয়া অথবা আগুন নিয়ে আসা।

- **পবিত্র উপত্যকা:** সেখানে পৌঁছে তিনি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখেন—সবুজ গাছের ভেতর আগুন জ্বলছে, কিন্তু গাছটি পুড়ছে না।

- **আল্লাহর ডাক:** আল্লাহ তাঁকে ডেকে নিজের পরিচয় দেন। আয়াতে 'যিনি আগুনের স্থানে আছেন' বলতে আগুনের মধ্যে আল্লাহর তাজাল্লি বা

জ্যোতির প্রকাশের কথা বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ সশরীরে আগুনের ভেতর নন (সুবহানাল্লাহ)।

৪. সারসংক্ষেপ:

আল্লাহ মুসা (আ.)-কে নবুওয়াত দেওয়ার জন্য এক অলৌকিক পরিবেশে ডেকে নেন। এটি ছিল মুসা (আ.)-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া মুহূর্ত।

প্রশ্ন-৫২ | আয়াত নং ৯ - ১৪

(يموسى انه انا الله... থেকে ...عاقبة المفسدين পর্যন্ত)

(নোট: প্রশ্নে আয়াত ৯-১৪ থাকলেও আরবি টেক্সট অনুযায়ী এখানে মুজিজা ও ফেরাউনের অবিশ্বাসের অংশ অনুবাদ করা হলো)

১. উপস্থাপনা:

নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ মুসা (আ.)-কে দুটি প্রধান মুজিজা দান করেন এবং ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা এখানে ফুটে উঠেছে।

২. অনুবাদ:

(আল্লাহ বললেন) "হে মুসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।" অতঃপর যখন সে ওটাকে সাপের মতো নড়াচড়া করতে দেখল, তখন সে পেছনের দিকে ছুটল এবং ফিরেও তাকাল না। "হে মুসা! ভয় পেয়ো না। নিশ্চয়ই আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না। তবে যে জুলুম করেছে, এরপর মন্দের পরিবর্তে ভালো কাজ করেছে (তওবা করেছে), তবে নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তোমার হাত তোমার বগলে প্রবেশ করাও, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে, কোনো দোষ (রোগ) ছাড়াই। (এই দুটিসহ) নয়টি নিদর্শন নিয়ে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে যাও। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক সম্প্রদায়।" অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার চোখ ধাঁধানো নিদর্শনাবলি আসল, তখন তারা বলল, "এটা তো স্পষ্ট জাদু।" তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর তা সত্য

বলে বিশ্বাস করেছিল। সুতরাং দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!

৩. তাফসীর:

- **লাঠি ও শুভ্র হাত:** মুসা (আ.)-এর লাঠি বিশাল সাপ (জান্ন) হয়ে যেত এবং হাত বগলে চেপে বের করলে তা সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলো দিত। এগুলো কোনো জাদুর ভেলকি ছিল না, বরং আল্লাহর দেওয়া মুজিজা।
- **ফেরাউনের অহংকার:** ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ মনে মনে বুঝতে পেরেছিল যে এগুলো সত্য, কিন্তু 'জুলম ও উলূ' (অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মোহ) তাদের ঈমান আনতে বাধা দেয়। তারা সত্যকে জাদু বলে উড়িয়ে দেয়।

৪. সারসংক্ষেপ:

অহংকার ও পদমর্যাদার লোভে মানুষ সত্যকে জেনেও অস্বীকার করে। মুজিজা বা নিদর্শন দেখার পরও যারা বিশ্বাস করে না, তাদের পরিণতি হয় ভয়াবহ ধ্বংস।

প্রশ্ন-৫৩ | আয়াত নং ১৫ - ১৮
(ولقد اتينا داود وسليمن... থেকে ...وهم لا يشعرون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ যে বিশেষ জ্ঞান ও রাজত্ব দান করেছিলেন, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সোলায়মান (আ.)-এর পাখির ভাষা বোঝা এবং পিঁপড়াদের সর্দার ও তার বাহিনীর ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর।

২. অনুবাদ:

আর আমি তো দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" আর সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং বলেছিল, "হে লোকসকল! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং

আমাকে সবকিছুই (রাজকীয় উপকরণ) দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" আর সোলায়মানের সামনে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও পাখি থেকে; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হলো। অবশেষে যখন তারা পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, "হে পিঁপড়েরা! তোমরা তোমাদের বাসগৃহে প্রবেশ করো; যেন সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদের পিষ্ট করে না ফেলে, এমন অবস্থায় যে তারা টেরও পাবে না।"

৩. তাফসীর:

- **কৃতজ্ঞতা:** দাউদ ও সোলায়মান (আ.) বিশাল রাজত্ব ও নবুওয়াত পাওয়ার পরও অহংকার করেননি, বরং আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। এটিই মুমিন শাসকের বৈশিষ্ট্য।
- **পাখির ভাষা:** সোলায়মান (আ.) পাখির বুলি বুঝতে পারতেন। তাঁর বাহিনীতে জিন, মানুষ ও পাখি—সবার সমন্বিত অংশগ্রহণ ছিল।
- **পিঁপড়ার সচেতনতা:** নামল বা পিঁপড়ারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বুদ্ধিমান প্রাণী। কুরআনের এই আয়াতে পিঁপড়ার কথা বলার শক্তি এবং বিপদ সংকেত দেওয়ার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা আধুনিক বিজ্ঞানও সমর্থন করে। পিঁপড়েটি সোলায়মান (আ.)-এর ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল, তারা 'টের পাবে না'—অর্থাৎ তারা ইচ্ছে করে মারবে না।

৪. সারসংক্ষেপ:

জ্ঞান ও ক্ষমতা আল্লাহর দান। সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণী, এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়াও আল্লাহর কুদরতের অধীন এবং তাদের নিজস্ব জগত ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে।

প্রশ্ন-৫৪ | আয়াত নং ২৮ - ৩৪
(اذهب بكتبى هذا... থেকে ...وكذلك يفعلون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

হুদহুদ পাখির মাধ্যমে সাবা রাজ্যের রানি বিলকিসের খোঁজ পাওয়ার পর সোলায়মান (আ.) তাকে চিঠি পাঠান। এই আয়াতগুলোতে রানির কাছে চিঠি পৌঁছানো এবং তার মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

(সোলায়মান হুদহুদকে বলল) "আমার এই চিঠি নিয়ে যাও, অতঃপর এটা তাদের কাছে ফেলো; তারপর তাদের কাছ থেকে সরে থেকো এবং দেখো তারা কী জবাব দেয়।" সে (রানি) বলল, "হে পারিষদবর্গ! নিশ্চয়ই আমার কাছে এক সম্মানিত চিঠি ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সোলায়মানের পক্ষ থেকে এবং নিশ্চয়ই এটা দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)। যেন তোমরা আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি না করো এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে (মুসলিম হয়ে) উপস্থিত হও।" সে (রানি) বলল, "হে পারিষদবর্গ! আমার এই বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই না যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে উপস্থিত থাকো (পরামর্শ দাও)।" তারা বলল, "আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত আপনারই। সুতরাং ভেবে দেখুন আপনি কী আদেশ দেবেন।" সে বলল, "রাজারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে (বিজয়ীরূপে), তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের অপমানিত করে। আর তারাও এরূপই করবে।"

৩. তাফসীর:

- **বিসমিল্লাহর ব্যবহার:** সোলায়মান (আ.) চিঠির শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখেছিলেন। এখান থেকেই চিঠিপত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখার সুন্নাত চালু হয়েছে।
- **রানির বুদ্ধিমত্তা:** রানি বিলকিস হঠকারী ছিলেন না। তিনি মন্ত্রীদের উস্কানি সত্ত্বেও যুদ্ধের পথে না গিয়ে কূটনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের চিন্তা করলেন। তিনি জানতেন যুদ্ধের পরিণতি হলো ধ্বংস ও অপমান।

৪. সারসংক্ষেপ:

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পরামর্শ (শুরা) গ্রহণ করা জরুরি। শক্তি থাকলেই যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সোলায়মান (আ.)-এর দাওয়াত ছিল তাওহীদ ও আত্মসমর্পণের দিকে, নিছক রাজ্য জয়ের জন্য নয়।

প্রশ্ন-৫৫ | আয়াত নং ৪৫ - ৫০
(ولقد ارسلنا الى ثمود... থেকে ...وهم لا يشعرون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সামুদ জাতির কাছে হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ এবং শহরের ৯ জন সন্ত্রাসী নেতার ষড়যন্ত্রের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কীভাবে নবী ও তাঁর পরিবারকে রাতের আঁধারে হত্যার নীল নকশা করেছিল, তা এখানে বর্ণিত।

২. অনুবাদ:

আর আমি তো সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো।" অথচ তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। সে বলল, "হে আমার কওম! তোমরা কেন কল্যাণের আগে অকল্যাণকে (আজাবকে) ত্বরান্বিত করতে চাইছ? কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না? যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।" তারা বলল, "আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে অমঙ্গলজনক মনে করি।" সালেহ বলল, "তোমাদের অমঙ্গল তো আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন এক কওম যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।" আর সেই শহরে ছিল নয়জন ব্যক্তি (নেতা), যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোনো সংশোধন করত না। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলল, "আমরা অবশ্যই রাতে তাকে (সালেহকে) ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব; তারপর তার অভিভাবককে বলব, আমরা তার পরিবারের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষই করিনি এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।" তারা এক চক্রান্ত করল এবং আমিও এক কৌশল করলাম, অথচ তারা টেরও পেল না।

৩. তাফসীর:

- **দুটি দল:** সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতের পর জাতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়—একদল মুমিন, আরেকদল কাফের।

- **অশুভ লক্ষণ:** কাফেররা নিজেদের অপরাধের দায় নবীর ওপর চাপিয়ে তাঁকে 'মানহুস' বা অপয়া ভাবত।
- **নয়জন সন্ত্রাসী:** শহরের শীর্ষ ৯ জন সন্ত্রাসী নেতা শপথ করে পরিকল্পনা করল যে, তারা রাতের বেলা সালেহ (আ.) ও তাঁর পরিবারকে গুপ্তহত্যা করবে এবং পরে তা অস্বীকার করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিলেন এবং পাথর বর্ষণ করে তাদের ধ্বংস করলেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

আল্লাহর ওলী বা নবীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা কখনোই সফল হয় না। 'মাকারল্লাহ' বা আল্লাহর কৌশল কাফেরদের চক্রান্তের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

প্রশ্ন-৫৬ | আয়াত নং ৮৯ - ৯৩
(من جاء بالحسنة... থেকে ...عما تعملون بغافل পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আন নামল-এর শেষাংশে হাশরের ময়দানের প্রতিদান ও শাস্তির কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.)-এর মূল দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মক্কাবাসীদের সতর্ক করে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং সেদিন তারা শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদেরকে উপুড় করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (বলা হবে) "তোমরা যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে।" (হে নবী! বলুন) "আমাকে তো আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি এই নগরীর (মক্কার) রবের ইবাদত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং সব কিছু তাঁরই। আমাকে আরও আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি মুসলিমদের (আত্মসমর্পণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হই। এবং যেন আমি কুরআন তিলাওয়াত করি।" অতঃপর যে সৎপথ অনুসরণ করে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তবে আপনি

বলে দিন, "আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন।" এবং বলুন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর; শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে তোমার রব গাফেল নন।"

৩. তাফসীর:

- **নিরাপত্তা:** কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো 'ভয় থেকে নিরাপত্তা' (আমান)। নেককাররা সেদিন নিশ্চিন্ত থাকবে।
- **মক্কার রব:** এখানে বিশেষভাবে 'রাব্বে হাজিহিল বালদাহ' (এই শহরের রব) বলা হয়েছে মক্কার পবিত্রতা ও সম্মানের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য।
- **চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি:** আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন দুনিয়াতে (বদর যুদ্ধে বা মৃত্যুর সময়) অথবা আখেরাতে তারা অবশ্যই চিনতে পারবে, কিন্তু তখন আর ঈমান আনার সুযোগ থাকবে না।

৪. সারসংক্ষেপ:

সৎকর্মই পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নবীর কাজ কেবল পৌঁছে দেওয়া, হেদায়েত আল্লাহর হাতে। আল্লাহ মানুষের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল।